

নবম ভাগ

বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ—কর্মবিভাগ

১৩৩। এই সংবিধানের বিধানাবলী-দ্বাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন;

নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী

তবে শর্ত থাকে যে, এই উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান প্রসীত না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া বিধিসমূহ-প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের বিধানাবলী-দ্বাপেক্ষে অনুরূপ বিধিসমূহ কার্যকর হইবে।

১৩৪। এই সংবিধানের দ্বারা অনুরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষাধীনায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল থাকিবেন।

কর্মের মেয়াদ

১৩৫। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধিক কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হইবেন না।

অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রকৃতি

(২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্বন্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপ্রহনের বিরুদ্ধে কার্য দর্শাইবার সুজিসম্মত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা মেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, মেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হইয়াছে; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত

বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীক্ষমান হয় যে, কোন কারণে-মাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করিবেন-উক্ত ব্যক্তিকে কারন দর্শাইবার সুযোগ দান করা মুক্তিসম্পত্তভাবে সম্ভব নহে; অথবা

(২) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীক্ষমান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগ দান সমীচীন নহে।

(৩) অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারন দর্শাইবার সুযোগ দান করা মুক্তিসম্পত্তভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্মর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন নিখিত চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উক্ত চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী যথামত নোঙ্টিশের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটান হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটির অনুরূপ অবসানের জন্য তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বমিয়া গণ্য হইবে না।

১৩৬। আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মবিভাগ-সমূহের সৃষ্টি, সংযুক্তকরণ ও একীকরণসহ পুনর্গঠনের বিধান করা যাইবে এবং অনুরূপ আইন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কর্মের শর্তাবলীর ভারতম্য করিতে ও তাহা রদ করিতে পারিবে।

কর্মবিভাগ-পুনর্গঠন

২য় পরিচ্ছেদ— সরকারী কর্ম কমিশন

১৩৭। আইনের দ্বারা বাহ্যাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেকোন নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে নইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।

কর্মকম-প্রতিষ্ঠা

১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অধিক (তবে অধিকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাহাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সদস্য-নিয়োগ

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেকোন নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।

১৩৯। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য তাঁহার দায়িত্বস্থানের আরম্ভ হইতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার বাষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া-ইহার মধ্যে যাহা অধিক ঘটে, সেই কাল পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহান থাকিবেন।

পদের মেয়াদ

(২) সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেকোন পদ্যুতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্যুতি ও কারণে বৃত্তি কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য অপসারিত হইবেন না।

(৩) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি বা অন্য কোন সদস্য রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্থায়ী পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) কর্মবিধানের পর কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে পুনরায় নিযুক্ত হইবার যোগ্য থাকিবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদের (১) দফা-সাপেক্ষে

(ক) কর্মবিধানের পর কোন সভাপতি এক মেয়াদের জন্য পুনর্নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন; এবং

(খ) কর্মবিধানের পর কোন সদস্য (সভাপতি বৃত্তি) এক মেয়াদের জন্য কিংবা কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতিরূপে নিয়োগলাভের যোগ্য থাকিবেন।

১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব

কমিশনের দায়িত্ব

হইবে

- (ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা;
- (খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্বন্ধে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব-সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকটে প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং
- (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।
- (২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসঙ্গত নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন:
- (ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্বন্ধিত বিষয়াদি;
- (খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইলে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপ-যোগিতা-নির্নয় সম্বন্ধে আবশ্যকীয় নীতিসমূহ;
- (গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং
- (ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের স্থানানুসূচক বিষয়াদি।

১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্বতর একত্রিশে তিনেমুদ্রে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীকৃত কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকটে পেশ করিবেন।

বার্ষিক রিপোর্ট

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকনিষি
থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ
গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই
ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না
হইবার কারণ, এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত
পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ
পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল
ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার
কারণ

সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর নিষিদ্ধ
করিবেন।

(৩) যে ব্যঙ্গের রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে,
সেই ব্যঙ্গের একত্রিশে মার্চের পর অনুষ্ঠিত সংসদের
প্রথম বৈঠকে রাষ্ট্রপতি উক্ত রিপোর্ট ও স্মারক-
নিষি সংগ্রহে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন।

